❖ অনুবাদকর্ম হিসেবে মূল কাব্যের সাথে আলাওলের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায় আলাওলের মৌলিকতা কোথায় দেখাও।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

সৈয়দ আলাওলের "পদ্মাবতী" একটি বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী কাব্য। মধ্যযুগের শ্রী চৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য যখন দেবদেবী নির্ভর হয়ে পড়েছিল, সেই সময় বাংলার সুদূর সীমান্ত চট্টগ্রামের আরাকানে কবিদের কাব্য বীনায় শোনা গেল নতুন সুর, দেব-দেবী নির্ভর সাহিত্যের পরিবর্তে দেখা গেল দেবদেবীর নির্ভর লৌকিক প্রেম কাহিনির সুষম চিত্র সম্পদ। পদ্মাবতী কাব্যে ও তার অপূর্ব প্রতিফলন, দেবদেবী নির্ভর কাহিনীর পরিবর্তে মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রেমের কাহিনিই উপস্থিত করা হয়েছে। এই উপস্থাপনা যদিও মূল কাব্য মালিক মহম্মদ জায়সীর "পদুমাবৎ" এর অনুবাদ। তা সত্ত্বেও তা আক্ষরিক নয়, ভাবানুবাদ। কারণ অনুবাদ সাহিত্যের আদর্শ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক।

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ কাব্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা ও অমাত্য বর্গ। রাজন্য পোষিত অনুবাদ কর্মের ইতিহাসে আরাকান রাজ্যসভার মুসলমান কবিদের ও উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। এই অনুবাদ কর্মের কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ- হিন্দু পুরাণ অনুবাদের পরিবর্তে সুফি ধর্ম সংশ্লিষ্ট প্রেমকাহিনি রচনা।

দ্বিতীয়তঃ- আরবি ও ফার্সি কাব্য কেচ্ছা কাহিনির সঙ্গে যোগ রেখে প্রচলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত লৌকিক কাহিনিচর্চা।

তৃতীয়তঃ- কসম পলিটন নগরি আরাকানে বহুমুখী সংস্কৃতি ও বহু ভাষা চর্চা পাশাপাশি হিন্দি ভাষার চর্চা হত। ফলে হিন্দি প্রণয় কাহিনীর প্রতি দেখা দিয়েছিল অমাত্যদের আগ্রহ। তার ফলে আরাকান রাজ শ্রী সু ধর্মার অমাত্য আশরাফ খাঁর নির্দেশে হিন্দি কবি সাধনের মৈনাসৎ অবলম্বনে দৌলত কাজী আরম্ভ করলেন সতী ময়নার অনুবাদ আর যদোমি:তারের রাজত্বকালে আমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাউল অনুবাদ করলেন মহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ এর অনুবাদ কর্ম হিসেবে কবির আদর্শ ভাবনার সুনিশ্চিত আভাস না পেলেও কাব্যরম্ভের আগেই জায়সীর উদ্দেশ্যে লেখা -

"এই সূত্রে কবি মহম্মদে করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজমন উক্তি।।"

এই রচনাংশে পাই আলাওলের উদ্দেশ্য মূলের অনুরূপ নয়, প্রতিরূপ রচনা। অবশ্য জায়সীর কাব্যের পাঠক সমাজ ও আলাওলের কাব্যের পাঠক সমাজ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই পরিবেশের। জায়সী ছিলেন মূলত সাধক ও মরমী আলাওল সামাজিক ও সাংসারিক। কবি হিসেবে জায়সী ছিলেন ভাববাদী আলাওল ছিলেন বস্তুবাদী।জায়সী আগে কবি পরে পন্ডিত আলাওল আগে পন্ডিত পরে কবি।জায়সীর বিষয় প্রেম, যে প্রেম কথা শোভনমাত্র রাজাকে যোগী করে। সমস্ত সংসার বন্ধন ছিন্ন করে দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত করে, অবশেষে অনেক কিছু কৃচ্ছ সাধন ও সত্য পরীক্ষার পর সাধনায় সিদ্ধ হয়ে বঞ্চিতাকে লাভ করা। এই কাহিনী অবশ্য সুফিতত্ত্বের রূপক কাহিনী। সেখানে আলাওল প্রেমকাব্য রূপেই পদ্মাবতী কে দেখেছেন রূপকার্য ধরে অনুবাদ করেননি।জায়সীর "পদুমাবৎ" কাব্যের থিম রূপক ধর্মী নয়, নীতিকথা ধর্মী। অ্যালিগরিক্যাল নয়, এথিক্যাল। এ কাব্যে দুটি ত্রিভুজ প্রেমের উপখ্যান আছে। একটি রত্ন সেন-নাগমতি- পদ্মাবতীর প্রণয় কাহিনি- এখানে আছে প্রেমের সার্থকতা। অন্যটি আলাউদ্দিন- রত্ন সেন- পদ্মাবতীর

প্রেমকাহিনী, এখানে আছে প্রেমের ব্যর্থতা। কাহিনি দুটি সংশ্লিষ্ট কিন্তু বিপ্রতীপ। শুকের মুখে রত্নসেন পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে প্রণয় বিহ্বল হয়ে আত্মক্ষয়ী যোগ সাধনার দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে অনেক কৃচ্ছ সাধনার পর তিনি প্রেম সিদ্ধি অর্জন করে পদ্মাবতী কে লাভ করলেন। দ্বিতীয় কাহিনী বৃত্তে সুলতান আলাউদ্দিন রাঘব চেতনের মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু কোনো সাধনা না করে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। এই দুটি কাহিনীকে পাশাপাশি দেখে জায়সী এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন প্রেমকে পেতে গেলে সাধনা করতে হয়, বলের বা ছলের দ্বারা তা পাওয়া যায় না। ক্ষমতা পার্থিব, তার দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু অপার্থিব প্রেমকে জয় করা যায় না। সুলতান শেষ পর্যন্ত চিতোর অধিকার করেন বটে কিন্তু পদ্মাবতী তার অনাত্বই রয়ে গেল। আলাওলের অনুবাদও একই রকম, কিন্তু আলাওলের জীবনদৃষ্টি যেহেতু আরো বেশি নৈতিক, সেইজন্য অনুবাদ কাব্যটি শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় ভাবনাগ্রস্ত হয়েছে।

আলাওলের এই নৈতিক ও আদর্শবাদি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কাহিনি পরিনামের ক্ষেত্রে মৌলিকতা লক্ষণীয়। মূলে কাব্যটি শেষ হয়েছে নায়ক রত্নসেনের মৃত্যুতে পদ্মাবতী ও সহনায়িকা নাগমতির সহমরণে এবং প্রতি নায়ক আলাউদ্দিনের ক্রোধ ও চিতোর ধ্বংস উপলক্ষে রাজপুর পুরবীরদের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গে। অনুবাদে আছে স্বামীর মৃত্যুতে পত্নীরা সহমৃতা হলে অনাথ রাজপুত্রদ্বয়কে নিয়ে সেনাপতি বাদল সুলতানের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। আলাউদ্দিন ইন্দ্রসেন ও চন্দ্রসেন কে চান্দেরি ও মাড়োয়া রাজ্যদান করে অনেক উপহার দিলেন। অবশ্য মূলকাব্যে দুই পুত্রের নাম ছিল নাগসেন ও কমল সেন। সুলতানের সঙ্গে রত্নসেনের পুত্রদের মৈত্রী এবং সন্ধি ইতিহাসে ঘটেনি, মূল কাব্যে ও নেই। ফলে জায়সীর কাব্যের ট্যাজিক রস অনুবাদে অনুপস্থিত। বিশিষ্ট খন্ডটি যোজনার ফলে আলাওলের অনুবাদ মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে।

অনুবাদ কর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মূলের ভাবটিকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে তার মাপসই আঁট করা চলে না, মানান সই করে নিতে হয়। আলাওলের অনুবাদেও হিন্দি কাব্য কে বাংলায় রূপান্তরকালে পরিবর্জন, পরিবর্তন, সংযোজন, সংক্ষেপীকরণ ও বিস্তৃতি সাধন করা হয়েছে। পরিবর্জন করেছেন যেমন- সাত সমুদ্র খন্ড, স্ত্রীভেদ খন্ড, নাগমতী- পদ্মাবতী বিবাদখণ্ড, উপসংহার খন্ড ইত্যাদি। পাশাপাশি চৌগান খন্ড, শাস্ত্রতত্ত্ব খন্ড, খিল খন্ড, পদ্মাবতী কপট দৌত্য খন্ড কাহিনি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্বরচিত গীত সংযোজন করেছেন সংক্ষেপীকরন করেছেন- নাগমতীর বারমাসি বর্ণনা ও রূপচর্চা খণ্ডকে। এইসব মিলিয়ে ফারসি কাব্য ও হিন্দি প্রণয় কাব্যের ঐতিহ্যানুসারী জায়সীর কবিক কল্পনা মূলতঃ রোমান্টিক এবং অনেকাংশে মিস্টিক সাধক কবিরূপে প্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুভব এবং রোমান্টিক দৃষ্টি তাঁর কাব্যে লৌকিক ও অলৌকিকের এক অসাধারণ মায়া রচনা করেছেন। অপরদিকে মঙ্গল কাব্য জাতীয় বাংলা আখ্যান কাব্যের ধারানুসারে আলাওলের বর্ণনা ও রচনা রীতিতে জায়সী ধ্রুপদী কাব্যের রীতি অনুসরণ করেছেন। বর্ণনার সমারোহ, উপমার প্রাচুর্য, রূপক ও প্রতীকের প্রাধান্য দ্বর্থবোধক শব্দশ্লেষ, চৌপাই ও দোহার সুষম সমাবেশে সমানুপাতিক স্তবক বিন্যাস এবং ফারসি মসনবী রীতিতে হিন্দি স্তবক সজ্জার ধারাবাহিক অনুবর্তন তার কাব্যকে এপিক ও রোমান্সের মধ্যবর্তী স্তরে নিয়ে এসেছে। অপরদিকে আলাওল মঙ্গলকাব্যের মত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালী বর্ণনার যে বিবরণ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন তা আখ্যান বর্ণনার উপযোগী হলেও জায়সীর গদ্যরীতি থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য আলাওল জায়সীর নাগমতীর বারোমাসি বর্ণনায় জায়সী নিসর্গ রক্তিমার সঙ্গে বিরহিনীর রক্তাশু কে মিশিয়ে যে অসামান্য রূপলোক করেছেন আলাওলের অনুবাদে তা নিছক বারো মাসের সংক্ষিপ্ত বিরহ বর্ণনার তালিকায় পর্যবসিত।

অবশ্য জায়সী পন্ডিত কবি হলেও ভাষারীতিতে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য দেখান নি। তিনি তৎকালীন লোক প্রচলিত হিন্দিতে যেভাবে কাব্যটি রচনা করেছেন, তাতে ভাষার সরলতা ও সরসতা বজায় আছে। যদিও তাঁর আরবি, ফার্সিতে প্রচুর দখল ছিল। এ ব্যাপারে তুলসী দাসের সঙ্গে জায়সীর পার্থক্য এই যে, "রামচরিত মানস" যেখানে সন্ধি সমাস বহুল তৎসম শব্দ প্রধান, জায়সী সেক্ষেত্রে লোকভাষা ও তদ্ভব শব্দের অনুরাগী। আলাওল ও যতদূর সম্ভব তার অনুবাদে আরবি ও ফারসি শব্দ বর্জন করেছেন। এই বর্জনের পিছনে ছিল দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। লোকু ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ জায়সী আরবি ও ফারসি শব্দ বর্জন করেছেন, আর সংস্কৃত ভাষার প্রতি আসক্তির জন্য আলাউল ছিলেন বিদেশী শব্দ ব্যবহারে অনিচ্ছুক। যেমন -একই স্তবকের অনুবাদে জায়সী যেখানে ফুল, কাঁটা ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করেছেন, আলাউল সেক্ষেত্রে লিখেছেন পুষ্পতে, কন্টিকা অর্থাৎ বলা যায় জায়সীর ভাষাভঙ্গি একদিকে যেমন অর্থগূঢ় অপরদিকে তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ। আলাওলের কাব্যভাষা বিবৃতধর্মী, গীতাংশ ব্যঞ্জনাময়। এখানে বলা যেতে পারে, দুইজন কবিই প্রেমপন্থী,সুফি এবং ধর্মভাবনায় অসাম্প্রদায়িক হয়েও যিনি কাব্য সমুদ্রের জলতল থেকে শব্দ মুক্তা আহরণ করে মনোহররত্ন রচনা করেন সেই আলাওল জায়সী থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন।জায়সী একা অমর প্রেম ও সৌন্দর্যের কাহিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন। আলাউল সেই প্রেমের কথায় আকৃষ্ট হয়ে পয়ার -ত্রিপদী- পাঁচালী রীতিতে পদ্মাবতী কাব্য অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। অন্যদিকে দেশগত, কালগত ও ব্যক্তিগত ব্যবধান থাকাই অনুবাদের এইরূপ পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই ত্রুটি উপেক্ষা করে আমাদের স্বীকার করতেই হয় জায়সীর "পদুমাবৎ" কাব্যের অধিকাংশ খন্ডের প্রত্যেকটি স্তবক ধরে আলাওল যেভাবে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন, এমনটি মধ্যযুগের আর কোনো বাঙালি কবি করেননি।